

আরাবী হারফ কয়টি ও কি কি?

‘আরাবী হারফ ২৯টি। যথা:-

ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ي

মাখরাজের বিবরণ ও তার উচ্চারণ পদ্ধতি:-

যে স্থান থেকে হারফ (বর্ণ) উচ্চারিত হয় সে স্থানকে তথা হারফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলা হয়।

‘আরাবী হারফের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) ১৭টি-

১। আকুসায়ে হাল্ক বা গলার শেষভাগ যা বুকের সাথে লাগানো। এখান থেকে দু’টি হারফ উচ্চারিত হয়।
ء- এবং ٥ (হামযা ও হা)।

২। অছতে হাল্ক বা গলার মধ্যভাগ। এখান থেকে দু’টি হারফ উচ্চারিত হয়- ح-ع

৩। আদনায়ে হাল্ক বা গলার প্রথমভাগ যা মুখের নিকটবর্তী। এখান থেকে দু’টি হারফ উচ্চারিত হয় غ-خ-

উপরোক্ত ছয়টি হারফের (ع-ح-غ-خ-ء-٥) উচ্চারণস্থল হাল্ক অর্থাৎ গলা বা কণ্ঠদেশ হওয়ার কারণে এগুলোকে হুরুফে হালক্বীয়াহ বলা হয়।

৪। আকুসায়ে লিছান বা জিহবার গোড়া ও তার সোজা বরাবর উপরের তালু। এখান থেকে ٓ উচ্চারিত হয়।
(জিহবার গোড়াটুকু তার সোজা বরাবর উপরের তালুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ٓ উচ্চারণ করতে হয়।)

৫। জিহবার গোড়া থেকে একটু সামনের অংশ ও তার বরাবর উপরের তালু। এখান থেকে ٔ উচ্চারিত হয়।
(জিহবার গোড়া থেকে একটু সামনের অংশ তার বরাবর উপরের তালুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ٔ উচ্চারণ করতে হয়।)

৬। অছতে লিছান বা জিহবার মধ্যভাগ ও তার বরাবর উপরের তালু। এখান থেকে ٕ-ش-ي এই তিনটি হারফ উচ্চারিত হয়। (জিহবার মধ্যভাগ তার বরাবর উপরের তালুর সাথে লাগিয়ে ٕ-ش-ي এই তিনটি হারফ উচ্চারণ করতে হয়।)

উপরে বর্ণিত ‘আরাবী ১১টি হারফের উচ্চারণে যেহেতু দাঁতের কোন সম্পর্ক নেই, তাই এগুলোকে অদন্তি হারফ বলা হয় এবং বাকি হারফগুলোর উচ্চারণে যেহেতু দাঁতের সংযোগ রয়েছে তাই ওগুলোকে দন্তযোগী হারফ বলা হয়।

দন্তযোগী (দাঁতের সংযোগে উচ্চারিত) হরফগুলো সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে তাজওয়ীদের পরিভাষায় দাঁতের নাম-পরিচয় জানা আবশ্যিক।

সাধারণতঃ একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির মোট ৩২টি দাঁত থাকে। এই দাঁতগুলো ছয়ভাগে বিভক্ত। তাজওয়ীদের পরিভাষায় সেগুলো হলো:-

১) ছানায়্যা ২) রুবা'ইয়্যাহ ৩) আন্'ইয়াব ৪) যাওয়াহিক ৫) তাওয়াহিন ৬) নাওয়াজিয। এই ছয় প্রকারের প্রতিটি আবার দু'ভাগে বিভক্ত:- ১) 'উল'ইয়া বা উপরস্থ। ২) ছুফলা বা নিম্নস্থ।

মুখের সম্মুখের মধ্যখানের উপরের দু'টি দাঁতকে ছানায়্যা 'উল'ইয়া এবং এর ঠিক নিচের দুটি দাঁতকে ছানায়্যা ছুফলা বলা হয়।

ছানায়্যা 'উল'ইয়ার দুই পাশে (ডানে ও বামে) একটি করে মোট দু'টি এবং ছানায়্যা ছুফলার দুই পাশে (ডানে ও বামে) একটি করে মোট দু'টি; সর্বমোট এই চারটি দাঁতকে রুবা'ইয়্যাহ বলা হয়। তন্মধ্যে উপরের দু'টি দাঁতকে রুবা'ইয়্যাহ 'উল'ইয়া এবং এর ঠিক নিচের দুটিকে রুবা'ইয়্যাহ ছুফলা বলা হয়।

রুবা'ইয়্যাহ 'উল'ইয়ার দুই পাশে (ডানে ও বামে) একটি করে মোট দু'টি এবং রুবা'ইয়্যাহ ছুফলার দুই পাশে (ডানে ও বামে) একটি করে মোট দু'টি; সর্বমোট এই চারটি দাঁতকে যথাক্রমে আন্'ইয়াবে 'উল'ইয়া এবং আন্'ইয়াবে ছুফলা বলা হয়।

আন্'ইয়াবে 'উল'ইয়ার ডানে ও বামে একটি করে মোট দু'টি দাঁতকে যাওয়াহিকে 'উল'ইয়া এবং আন্'ইয়াবে ছুফলার ডানে ও বামে একটি করে মোট দুটি দাঁতকে যাওয়াহিকে ছুফলা বলা হয়।

যাওয়াহিকে 'উল'ইয়ার ডানে ও বামে তিনটি করে মোট ছয়টি দাঁতকে তাওয়াহিনে 'উল'ইয়া এবং যাওয়াহিকে ছুফলার ডানে ও বামে তিনটি করে মোট ছয়টি দাঁতকে তাওয়াহিনে ছুফলা বলা হয়।

তায়ওয়াহিনে 'উল'ইয়ার ডানে ও বামে একটি করে মোট দু'টি দাঁতকে নাওয়াজিযে 'উল'ইয়া এবং তাওয়াহিনে ছুফলার ডানে ও বামে একটি করে দু'টি দাঁতকে নাওয়াজিযে ছুফলা বলা হয়।

(ছানায়্যা, রুবা'ইয়্যাহ এবং আন্'ইয়াবের বারোটি দাঁত ব্যতীত অন্য ২০টি দাঁতকে একত্রে আযরাছ বলা হয়।)

৭। জিহবার গোড়ার ডান কিংবা বাম কিনারা এবং উপরের যাওয়াহিকের একটি, উপরের তাওয়াহিনের তিনটি ও উপরের নাওয়াজিযের একটি এই মোট পাঁচটি দাঁত- এটি হলো ض এর মাখরাজ বা উচ্চারণ স্থল।

(জিহবার ডান কিংবা বাম কিনারা উক্ত দাঁতগুলোর ভিতর দিকের উপরি অংশে দাঁতের গোড়া ও মাটির

সাথে সংযুক্ত করে ض উচ্চারণ করতে হয়।)

এ হারফটির আওয়ায বা উচ্চারণ নিয়ে ভুল বুঝাবুঝির কারণে বাঙালী মুছলিম সমাজে অনেক বিবাদ ও ফিতনা-ফাছাদ পরিলক্ষিত হয়। স্বভাবতই এ হারফটি সর্বাধিক কঠিন ‘আরাবী হারফ। যে কারণে সাধারণ লোক তো দূরের কথা, অনেক ‘আরাবী শিক্ষিত লোককেও এই হারফটির সঠিক উচ্চারণে হিমশিম খেতে দেখা যায়, এবং অনেকেই তাতে ভুল করে ফেলেন। মূলত এই হারফটিকে “দাল” (د) এর আওয়াযে (যেমন-) দওয়াল্লীন পড়া কিংবা স্পষ্ট “যওয়া” (ط) এর আওয়াযে যওয়াল্লীন পড়া উভয়টাই মারাত্মক ভুল। তাই অবশ্যই হারফটিকে তার মাখরাজ থেকে সঠিকভাবে উচ্চারণের চেষ্টা করতে হবে।

৮। জিহবার কিনারা, রুবা‘ইয়্যাহ্ ‘উলইয়া, আনইয়াব ‘উলইয়া, ও যাওয়াহিকে ‘উলইয়া নামক দাঁতের গোড়া ও মাড়ি এবং জিহবার অগ্রভাগ (জিহবার মাথা), ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ি এবং তৎসংলগ্ন সোজা বরাবর তালু, এখান থেকে ۱ (লাম) উচ্চারিত হয়।

(জিহবার কিনারাকে রুবা‘ইয়্যাহ্ ‘উলইয়া, আনইয়াব ‘উলইয়া, ও যাওয়াহিকে ‘উলইয়া এই দাঁতগুলোর গোড়া ও মাড়ির সাথে লাগিয়ে এবং জিহবার অগ্রভাগকে ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ির সাথে এবং তৎসংলগ্ন সোজা বরাবর তালুর সাথে ধাক্কা লাগিয়ে ۱ উচ্চারণ করতে হয়।)

৯। “নূন” এর মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) “লাম” এর মাখরাজের খুব কাছাকাছি। জিহবার কিনারা, রুবা‘ইয়্যাহ্ ‘উলইয়া ও আনইয়াবে ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ি, জিহবার অগ্রভাগ, ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ি এবং তৎসংলগ্ন সোজা বরাবর তালু। এখান থেকে ۲ (নূন) উচ্চারিত হয়। (জিহবার কিনারাকে রুবা ‘ইয়্যাহ্ ‘উলইয়া, আনইয়াবে ‘উলইয়া- এই দাঁতগুলোর গোড়া ও মাড়ির সাথে লাগিয়ে এবং জিহবার অগ্রভাগকে ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ির সাথে এবং তৎসংলগ্ন তালুর সাথে খুব হালকা ভাবে ধাক্কা লাগিয়ে ۲ উচ্চারণ করতে হয়।

তবে শুধু জিহবার অগ্রভাগকে সঠিকভাবে ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া ও মাড়ির সাথে এবং তার বরাবর উপরের তালুর সঙ্গে লাগিয়ে ۲ উচ্চারণ করলে তা সঠিক মাখরাজ থেকে আদায় হয়ে যায়। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, জিহবা যেন যাওয়াহিকে ‘উলইয়াহ্ দাঁতের মাড়ির সাথে না লাগে।

১০। ۳ (রা) এর মাখরাজ “নূন” এর মাখরাজের খুব কাছাকাছি। জিহবার অগ্রভাগের পিঠ এবং তার বরাবর উপরের তালু। এখান থেকে ۳ উচ্চারিত হয়। (জিহবার অগ্রভাগের পিঠকে তার বরাবর উপরের তালুর সাথে ঘষা দিয়ে “রা” উচ্চারণ করতে হয়।)

১১। জিহবার অগ্রভাগ এবং ছানায় ‘উলইয়া দাঁতের গোড়া। এখান থেকে “ত্বোয়া” (ط) “দাল” (د) এবং “তা” (ت) এই তিনটি হারফ উচ্চারিত হয়।

(জিহবার অগ্রভাগ ছানায়া ‘উলইয়া দাঁতের অর্থাৎ মুখের সামনের উপরের দুই দাঁতের গোড়ার সাথে লাগিয়ে د , ط এবং ت এই তিনটি হারফ উচ্চারণ করতে হয়।

১২। জিহবার অগ্রভাগ এবং ছানায়া ‘উলইয়া ও ছানায়া ছুফলার (মুখের সামনের উপরের দুটি ও নিচের দুটি) দাঁতের উপরিভাগ। এখান থেকে ز - س - ص এই তিনটি হারফ উচ্চারিত হয়।

(জিহবার অগ্রভাগকে মুখের সামনের উপরের দুটি ও নিচের দুটি দাঁতের অগ্রভাগের সাথে লাগিয়ে ز (ঝা) س (ছিন) ও ص (সোয়াদ) এই তিনটি হারফ উচ্চারণ করতে হয়।)

১৩। জিহবার অগ্রভাগ এবং ছানায়া ‘উলইয়া এর উপরি অংশ। এখান থেকে ظ - ذ - ث এই তিনটি হারফ উচ্চারিত হয়। (জিহবার অগ্রভাগকে সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগের সঙ্গে লাগিয়ে ছা, যাল ও যোয়া উচ্চারণ করতে হয়।)

১৪। নিচের ঠোঁটের পেট এবং সামনের উপরের দুই দাঁতের অগ্রভাগ। এখান থেকে ف এই একটি হারফ উচ্চারিত হয়। (নিচের ঠোঁটের পেটের সাথে সামনের উপরের দুই দাঁতের অর্থাৎ ছানায়া ‘উলইয়া দাঁতের অগ্রভাগ লাগিয়ে “ফা” উচ্চারণ করতে হয়।)

১৫। দুই ঠোঁট হতে و - م - ب উচ্চারিত হয়। ب “বা” দুই ঠোঁটের ভিতর দিকের ভিজা অংশ একত্রিত করে এবং م “মীম” দুই ঠোঁটের কিছুটা বাহির দিকের শুকনো অংশ একত্রিত করে উচ্চারণ করতে হয়। আর ঠোঁট দুটিকে সংকুচিত ও গোল করে দুই ঠোঁটের মধ্যখানে সামান্য সরু ফাঁক রেখে و “ওয়াও” উচ্চারণ করতে হয়।

“বা” “মীম” “ওয়াও” ও “ফা” এই চারটি হারফকে একত্রে হুরুফে শাফাওয়িয়াহ বলে।

১৬। ا - و - ی (“আলিফ” “ওয়াও” এবং “ইয়া”) এই তিনটি হারফ যখন ছাকিন হবে এবং তাদের ডানের অক্ষরে তাদের অনুযায়ী হারকাত হবে অর্থাৎ ওয়াও ছাকিনের ডানে পেশ, ইয়া ছাকিনের ডানে যের এবং জয়ম বিহীন আলিফ ছাকিনের ডানে যবর হবে তখন এ তিনটি হারফ মুখের ভিতরের শূন্যস্থান থেকে উচ্চারিত হবে।

১৭। নাকের বাঁশী বা নাসিকামূল হতে গুন্নাহ উচ্চারিত হয়। গুন্নাহ হলো- নাক দিয়ে নম্র আওয়ায বের করা। ان - انت - যেমন-

সূত্র:-

- ১) মাতনুল জাযারিয়্যাহ লিশ্শাইখ শামছুদ্ দ্বীন মুহাম্মাদ ইবনুল জাযারী।
- ২) আল মুখতাসারুল মুফীদ লিশ্শাইখ মুহাম্মাদ ‘আব্দুর রাহীম বদরুদ্ দ্বীন।